85

আজকের কাগজ

তারিখ ...APR. 28..1999. ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২......

সোনারগাঁয়ে সাক্ষরতা আন্দোলন কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে

হালিম চৌধুরী ঃ অর্থ বরাদ্দ না থাকায় বৃহত্তর ঢাকার একমাত্র সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি মুখ থুবরে পড়েছে। সরকার ব্যাপক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এ আন্দোলন বাস্তবায়নের প্রচারণা চালালেও অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কার্যক্রমের আতুর ঘরেই মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। এ খাতে আদৌ পর্যাপ্ত অর্থের যোগান মিলবে কি-না তা নিয়েই দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। রাজধানী ঢাকার অদূরে আরেক প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও থানার অশিক্ষিত লোকজনের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি সোনারগাঁওকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করাই ছিলো সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

জানা গেছে, সরকারের সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটে সোনারগাঁও থানার এ ১১টি ইউনিয়নের অশিক্ষিত লোকজনকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন" নামে একটি কর্মসূচি শুরু করে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৯ মাসে এর কার্যক্রম শেষ হওয়ার কথা। এ লক্ষ্যে থানার সর্বত্র জরিপ কাজ চালানো হয়। জরিপে ৫৫ শতাংশ নারী-পুরুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বলে জানা যায়। সূত্র মতে, ১১টি ইউনিয়নের ৪শ' ৬৬টি গ্রামে ২৬ হাজার দু'শ' ৯১ জন পুরুষ এবং ৩১ হাজার ৫শ' ৬১ জন মহিলা অশিক্ষিত। এদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ১১টি ইউনিয়নে পুরুষদের জন্যে ৯শ' ২০টি এবং মহিলাদের জন্যে ১ হাজার ১শ' ৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ইতিমধ্যে প্রতিটি পুরুষ কেন্দ্রের জন্যে একজন করে পুরুষ শিক্ষক এবং মহিলাদের প্রতিটি কেন্দ্রের জন্যে একজন করে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব শিক্ষককে প্রতিমাসে ৫শ' টাকা করে সম্মানি ভাতা দেয়ার কথা রয়েছে। শিক্ষকদের কার্যক্রম তদারকি করবেন সুপারভাইজার। প্রতিমাসে ১ হাজার টাকা সম্মানি ভাতা দিয়ে প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের জন্যে একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। মহিলা কেন্দ্রে বিকেল ৩টা থেকে ৫টা এবং পুরুষ কেন্দ্রে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে অশিক্ষিত লোকজনের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া হবে। বিশেষ কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকলেও থানা প্রশাসন তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। জানা গেছে, কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত বছরেই থানা পরিষদে নিজস্ব অফিস নেয়া হয়েছে। ৫ জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারির নিয়োগও অনেকটা নিশ্চিত। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা জিল্লার রহমান এবং সহকারি কমিশনার (ভূমি) এমদাদ উল্লাহ মিয়ান-এর নেতৃত্বে থানা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে একাধিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। লোকজনকে এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে ওই সব উদ্বুদ্ধকরণ সভায় নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারও উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বস্ত সূত্র মতে, স্থানীয় নির্বাহী অফিস থেকে ১ কোটি ৮৪ লাখ ৯ হাজার ১শ' ৪২ টাকার (স্মারক নং -সো/থা/' নি -অ/টি এসএম/ডি-১৭/৯৯-৬১) একটি প্রস্তাবিত বাজেট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হলেও কোনো প্রকার সাড়া মিলছে না। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে কাজ শেষ করার কথা থাকলেও আদৌ কার্যক্রম কবে শুরু হচ্ছে এটাই নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছেন না। এদিকে যাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম হতাশা এবং অনিশ্চয়তা। তাছাড়া, ব্যাপক প্রচারকার্য চালিয়ে কার্যক্রমটি চালু করতে না পেরে স্থানীয় কর্মকর্তারাও পড়েছেন অনেকটা বেকায়দায়। তারা আগের মতো জোরালো প্রচার চালাতে না পারলেও ঢিমেতালে এখনো সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এলাকাবাসী সরকারের এমন মহৎ একটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছে।